বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
পার্লামেন্টারী স্ট্যাডিজ

Global Gateway

Funded by
the European Union

জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫: সারসংক্ষেপ

কৃষি

Finance Division, Ministry of Finance
PFM Action Plan
Component-12
Strengthen Parliamentary Oversight and Scrutiny of Public Expenditure

DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৪

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. প্রেক্ষাপট

কৃষি বাজেটের যথাযথ ব্যবহার বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকের কল্যাণ নিশ্চিতে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ।

খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় বাজেটে কৃষি খাতে উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ রাখা হয়ে থাকে। খাদ্য, মৎস্য এবং পশু সম্পদের উৎপাদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সরকারের একটি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক কৌশল। এ লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটে প্রান্তিক কৃষক এবং গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন খাতে উল্লেখযোগ্য প্রণোদনা এবং সহায়তার বিধান রাখা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই কৃষি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা সম্পন্ন কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভাবনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার।

খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার সকল ধরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিভিন্ন প্রকার ফসলের উন্নত এবং প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, চাষাবাদ প্রযুক্তি আবিষ্কার, উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ, সুলভ মূল্যে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকের উৎপাদন খরচ সীমিত রাখতে ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ২৯ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি যান্ত্রিকীকরণকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরগুলোর ন্যায় আগামী অর্থবছরেও সারে ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

২. ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৪৩ হাজার ৭০০ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। পরবর্তীতে এই বরাদ্দ সংশোধন করে ৫৬ হাজার ২ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৭.৮ শতাংশ। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৪৭ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কৃষি খাতের এই বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের বরাদ্দের তুলনায় ৮.৩ শতাংশ বেশি (লেখচিত্র ১)।

লেখচিত্র ১: বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ

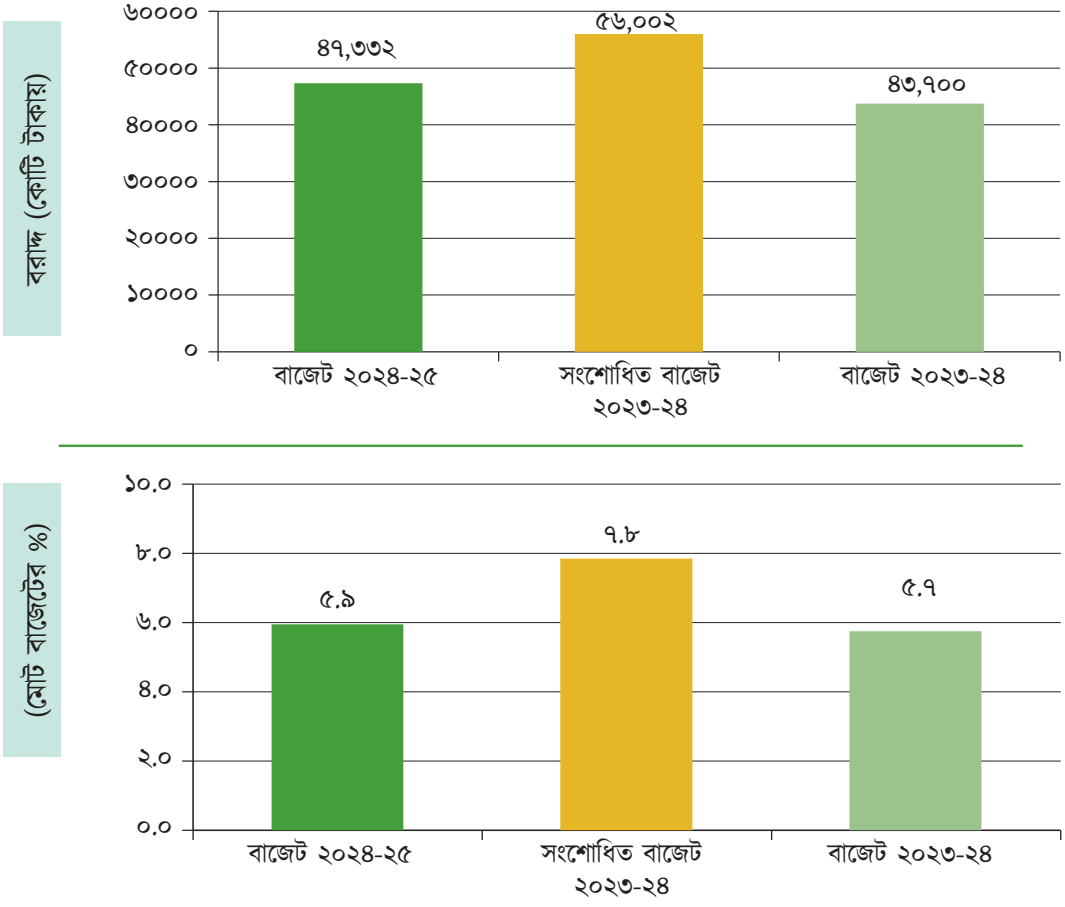

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২।

৩. কৃষি খাতে প্রনোদনা ও ভর্তুকি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের ভর্তুকির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ১৭ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ২.৩ শতাংশ। পরবর্তীতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২৫ হাজার ৬৪৪ কোটি টাকা করা হয় (সংশোধিত মোট বাজেটের ৩.৬ শতাংশ)। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি খাতের ভর্তুকির জন্য মোট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ১৭ হাজার ২৬১ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২.২ শতাংশ (লেখচিত্র ২)।

লেখচিত্র ২: কৃষি খাতে ভর্তুকি বরাদ্দ প্রস্তাবনা

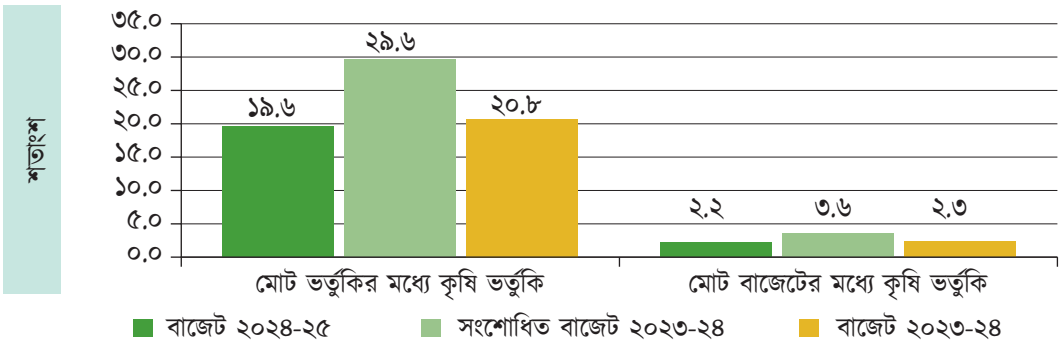

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ২ক।

৪. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি বরাদ্দ

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ ১৯ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের বাজেটে ১৬ হাজার ৯৯ কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে ২০ হাজার ৬৩৩ কোটি টাকা ছিল। কৃষি খাত অন্তর্ভুক্ত প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণে দেখা যায়, কৃষি, মৎস্য ও প্রানিসম্পদ, ভূমি, পানিসম্পদ এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৬ হাজার ৩৮০ কোটি, ২ হাজার ৩৯৪ কোটি, ৭০৯ কোটি, ৮ হাজার ৬৮৭ কোটি এবং ১ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা (লেখচিত্র ৩)।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

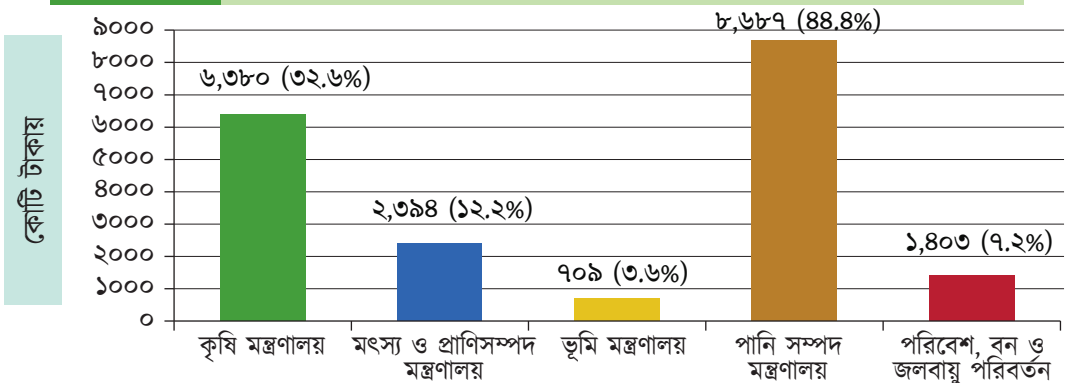

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৪-২৫, বিবরণী ১০।

৫. উপসংহার

খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং গ্রামীণ/তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের জন্য জাতীয় বাজেটে কৃষির জন্য বরাদ্দ কার্যকরভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী। কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যেমন: চাষাবাদের পদ্ধতিসমূহের যান্ত্রিকীকরণ, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য অধিক ঋণ সুবিধা এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখে তা নয়, বরং এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে একটি স্থিতিশীল এবং টেকসই কৃষি খাত নিশ্চিত করা সম্ভব।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.